أخطاء في العقيدة
আকীদাহ বিষয়ক প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি

إعداد الداعية: مستفيض الرحمن بن حكيم عبد العزيز

সংকলন:

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান ইবনু হাকীম আব্দুল আযীয আল-মাদানী

সম্পাদনায়:

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام ، الرياض

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা অফিস

পোঃ বক্স নং ৩১০২১ ফোনঃ ০১১-৪৮২৬৪৬৬ ফ্যাক্সঃ ০১১-৪৮২৭৪৮৯

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম, রিয়াদ ১১৪৯৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সর্ব জগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলগণের শিরোমণি আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর।

হে প্রাণপ্রিয় মুসলিম ভাই! আকীদাহ বিষয়ক জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন আজ আমাদের সমাজে বহুবিধ ভুল-ভ্রান্তি পাওয়া যায়। যা কখনো কখনো ইসলাম বিনষ্টকারীও বটে। অন্ততপক্ষে তা ঈমানের পরিপূর্ণতাকে তো অবশ্যই খর্ব করে। তাই প্রত্যেক মু'মিনের উচিৎ এ জাতীয় বিষয়গুলো ভালোভাবে জেনে নেয়া। যাতে সে পরকালে পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে জান্নাত লাভে ধন্য হতে পারে। তবে এখানে জায়গার সঙ্কীর্ণতার দরুন বিষয়গুলো দলীল নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে দলীল বিহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

সমাজে প্রচলিত কিছু বড় শির্ক:

১. পুণ্যার্জন কিংবা মানুষের অসাধ্য এমন কোন পার্থিব লাভের আশায় অথবা এমন কোন ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করা।

২. এমন কোন বিপদে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট ফরিয়াদ করা যে বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

৩. কোন অনিষ্টকর বস্তু বা ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৪. মানুষের অসাধ্য এমন কোন বস্তু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট আশা করা।

৫. মানুষের অসাধ্য এমন কোন ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

৬. একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য রুকু-সাজদাহ করা কিংবা সাওয়াবের আশায় তার সামনে বিনম্রভাবে দাঁড়ানো ও তার জন্য নামায ইত্যাদি পড়া।

৭. একমাত্র আল্লাহর ঘর কা'বাহ ছাড়া অন্য কোন ঘর বা মাযারের তাওয়াফ করা।

৮. গুনাহ থেকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট তাওবাহ করা।

৯. একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য লাভের জন্য কোন পশু জবাই করা। চাই তা আল্লাহর নামেই জবাই করা হোক কিংবা অন্য কারো নামে। চাই তা নবী, ওলী, বুযুর্গ বা জিনের নামেই হোক কিংবা অন্য কারো নামে।

১০. যে কোন উদ্দেশ্য সফলের জন্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কোন কিছু মানত করা।

১১. একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো একচ্ছত্র আনুগত্য করা তথা বিনা ভাবনায় বা শরীয়তের গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ ছাড়াই হালাল, হারাম, জায়েয, নাজায়েযের ব্যাপারে আলেম, বুযুর্গ বা উপরস্থ কারো সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া।

১২. একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে এককভাবে ভালোবাসা তথা দুনিয়ার কাউকে এমনভাবে ভালোবাসা যাতে তার আদেশ-নিষেধকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের উপর প্রাধান্য দেয়া হয় অথবা সমপর্যায়ের মনে করা হয়। তাতে মূলতঃ অভূতপূর্ব সম্মান, অধীনতা ও আনুগত্যের সংমিশ্রণ থাকে।

১৩. একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে এককভাবে ভয় করা তথা একমাত্র আল্লাহ ব্যতিরেকে কেউ কারো ব্যাপারে অপ্রকাশ্যভাবে দুনিয়া বা আখিরাত সংক্রান্ত যে কোন ক্ষতি সংঘটন করতে পারে, এমন অন্ধ বিশ্বাস করে তাকে ভয় পাওয়া।

১৪. মানুষের অসাধ্য ব্যাপারসমূহ সমাধানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়া বা তাওয়াক্কুল করা। যেমন: রিযিক দান, সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি।

১৫. পরকালের সার্বিক মুক্তির জন্য একমাত্র আল্লাহর অনুমতি ছাড়াও কেউ কারো জন্য কিয়ামতের দিন গ্রহণযোগ্য কোন সুপারিশ করতে পারে এমন মনে করা।

১৬. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কেউ কাউকে হিদায়াত দিতে পারে এমন মনে করা অথবা এ বিশ্বাসে কারোর নিকট হিদায়াত কামনা করা।

১৭. কবর পূজা তথা কবরে শায়িত কোন ওলী বা বুযুর্গের জন্য যে কোন ধরনের ইবাদাত সম্পাদন করা। এমন কোন শির্ক নেই যা কোন না কোন মাযারকে কেন্দ্র করে আজ অনুশীলিত হচ্ছে না। ফলে আহ্বান, ফরিয়াদ, আশ্রয়, আশা, রুকু, সাজদাহ, বিনম্রভাবে কবরের সামনে দাঁড়ানো, তাওয়াফ, তাওবা, জবাই, মানত, আনুগত্য, ভয়, ভালোবাসা, তাওয়াক্কুল, সুপারিশ ও হিদায়াত কামনা করার মত বড় বড় শির্ক যে কোন কবরের পার্শ্বে আজ নির্বিঘ্নে চর্চা করা হচ্ছে।

১৮. একমাত্র আল্লাহর ঘর মসজিদ ছাড়াও কোন মাজার বা কবরে অবস্থান করা তথা সেখানকার খাদিম হওয়া যায় এমন মনে করা।

১৯. আল্লাহ নিজ সত্তায় সর্বস্থানে অথবা সকল মু'মিনের অন্তরে অথবা সকল বস্তুর মাঝে লুক্কায়িত রয়েছেন এমন মনে করা। অথচ তিনি সৃষ্টি জগতের উর্দ্ধে তথা আরশে আযীমে সমুন্নত। আর তাঁর জ্ঞান সর্ব জায়গায় বিরাজমান।

২০. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কোন গাউস-কুতুব, নবী-ওলী বা পীর-বুযুর্গ দুনিয়া, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, লাওহ, ক্বলম, আরশ, কুরসী তথা সর্ব স্থানের সর্ব কিছু দেখেন বা শুনেন এমন মনে করা।

২১. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কোন গাওস, কুতুব, ওয়াতাদ, আবদালের বিশ্ব পরিচালনায় অথবা সেটির কোন কর্মকাণ্ডে হাত রয়েছে এমন মনে করা।

২২. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কোন ব্যক্তি বা দল শরীয়তের বিশুদ্ধ কোন প্রমাণ ছাড়া নিজ মেধা ও বুদ্ধির আলোকে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য জীবন বিধান রচনা করতে পারে এমন মনে করা।

২৩. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কেউ কাউকে ধনী বা গরিব বানাতে পারে এমন মনে করা।

২৪. কিয়ামতের দিন আল্লাহর একান্ত ইচ্ছা ছাড়াও কোন নবী বা ওলী তাঁর হাত থেকে কাউকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারবেন এমন মনে করা।

২৫. কিয়ামতের দিন কোন নবী-ওলী অথবা কোন পীর-বুযুর্গ কাউকে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেন এমন মনে করা।

২৬. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কোন নবী-ওলী অথবা কোন পীর-বুযুর্গ গায়েব জানেন বা কখনো কখনো তাঁর কাশফ হয় এমন মনে করা।

২৭. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কোন নবী বা ওলী মানব অন্তরের লুক্কায়িত

কোন কথা বলে দিতে পারেন এমন মনে করা।

২৮. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কেউ কাউকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিতে পারে এমন মনে করা।

২৯. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কেউ কারো অন্তরের সামান্যটুকু পরিবর্তন ঘটাতে পারে এমন মনে করা।

৩০. একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াও কারো ইচ্ছা স্বকীয়ভাবে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এমন মনে করা।

৩১. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কেউ কাউকে সন্তান-সন্ততি দিতে পারে এমন মনে করা।

৩২. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কেউ কাউকে সুস্থতা দিতে পারে এমন মনে করা।

৩৩. একমাত্র আল্লাহর তাওফীক ছাড়াও কেউ ইচ্ছে করলেই কোন নেক আমল করতে বা কোন খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে এমন মনে করা।

৩৪. একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াও কেউ নিজ ইচ্ছায় কারো কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমন মনে করা।

৩৫. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কেউ কাউকে জীবন বা মৃত্যু দিতে পারে এমন মনে করা।

৩৬. একমাত্র আল্লাহ ছাড়াও কোন নবী-ওলী অথবা কোন গাউস-কুতুব সর্বদা জীবিত রয়েছেন বা থাকবেন এমন মনে করা।

প্রচলিত কিছু ছোট শির্ক:

১. কোন বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য সুতা বা রিং পরা।

২. শির্ক মিশ্রিত মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা।

৩. তাবিজ-কবচ ব্যবহার করা।

৪. শরীয়ত অসম্মত বস্তু বা ব্যক্তি কর্তৃক বরকত হাসিল করা।

৫. যাদু শিখা, শিখানো ও সেটিকে প্রয়োগ করা।

৬. ভাগ্য গণনা।

৭. জ্যোতিষ বিদ্যা তথা রাশি-নক্ষত্রের সাহায্যে ভূমণ্ডলে ঘটিতব্য ঘটনাঘটনসমূহের আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা।

৮. চন্দ্র বা অন্য কোন গ্রহের অবস্থানক্ষেত্রের পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টি বা অন্য কোন কিছু সংঘটিত হয় এমন মনে করা।

৯. আল্লাহর যে কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করা।

১০. কোন বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী দর্শনে কিংবা সেগুলোর বিশেষ কোন আচরণে অমঙ্গলের আশংকা রয়েছে এমন মনে করা।

১১. শরীয়ত অসম্মত কোন বস্তু বা ব্যক্তির ওয়াসীলা ধরা।

১২. বিনা ওযরে নামায পরিত্যাগ করা।

১৩. আল্লাহ তা'আলা এবং তুমি না চাইলে কাজটা হতো না এমন বলা।

১৪. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম খাওয়া। যেমন: আমানত বা রাসূলের নামে কসম খাওয়া।

১৫. যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়া।

১৬. কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ''যদি এমন করতাম তা হলে এমন হতো না" বলা।

১৭. কোন নেক আমল দুনিয়া কামানোর নিয়্যাতে করা।

১৮. কোন নেক আমল আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য করা।

১৯. কোন নেক আমল কাউকে দেখানো বা শুনানোর জন্য করা।

এগুলো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য পড়তে পারেন বড় ও ছোট শির্ক নামক বইটি।

আরো কিছু আকীদাগত ভুল-ত্রুটি:

১. ফানা ফিল্লাহ তথা ভালোবাসার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছুলে আল্লাহ ও তাঁর বান্দা একাকার হয়ে যায়, এমন মনে করা।

২. তাসাওউরুশ-শাইখ তথা নিজ পীরের অনুপস্থিতিতে তাঁর উপস্থিতির কথা ধ্যান করলে আল্লাহকে পাওয়া যায়, এমন মনে করা।

৩. ওয়াহদাতুল-ওজূদ বা ইত্তিহাদ তথা সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টিকে দু'টি সত্তা মনে না করে বরং উভয়টিকে একই সত্তা বলে মনে করা।

৪. হুলূল তথা আল্লাহ তাঁর কোন খাঁটি বান্দাহর মাঝে কখনো কখনো ঢুকে পড়েন, এমন মনে করা।

৫. আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর জাতী বা সিফাতী নূর দিয়ে তৈরি এমন মনে করা।

৬. আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হাযির-নাযির তথা তিনি যে কোন জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন ও যে কোন বস্তু তিনি দেখতে পান, এমন মনে করা।

৭. আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সৃষ্টি না করা হলে অন্য কোন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না, এমন মনে করা।

৮. কোন পীর তাঁর মুরীদদের সকল অবস্থা ও মনের কথা বলে দিতে পারেন, এমন মনে করা।

৯. কোন পীর সাহেবকে কুন-ফাইয়াকূন সর্বস্ব তথা তিনি কোন বস্তুকে হও বললে তা হয়ে যায় এমন বলে মনে করা।

১০. কোন পীর সাহেবকে কামিল তথা নিজে পরিপূর্ণ এবং মুকাম্মিল তথা অপরকেও তিনি পরিপূর্ণ করতে পারেন, এমন বলে মনে করা।

১১. নবী-রাসূল ও ওলীদেরকে অমর বলে মনে করা। যেমন: খাযির (আলাইহিস-সালাম) কে এখনো জীবিত বলে ধারণা করা।

১২. দূর-দূরান্ত থেকে পীর সাহেবকে ডাকলে তিনি তাঁর মুরীদদেরকে গায়েবী মদদ করে থাকেন, এমন মনে করা।

১৩. মাজারের কুমির ও কচ্চপ একদা আল্লাহর ওলী ছিলো; পরে তা এরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং সেগুলো মানুষের ভালো-মন্দ করতে পারে, এমন মনে করা।

১৪. অমুক পাথর ও গাছ কারো ভালো-মন্দ করতে পারে, এমন মনে করা।

১৫. আব্দুল কাদের জিলানী মৃতকে জীবিত করতে পারতেন, এমন মনে করা।

১৬. ওলীরা যেখানে থাকেন সেখানে কোন প্রকার মহামারী নাযিল হয় না, এমন মনে করা।

১৭. অমুক ওলীর উরসের দিন বৃষ্টি হবে বলে মনে করা।

১৮. লক্ষ্মী পূজার দিন বৃষ্টি হবে বলে ধারণা করা।

১৯. মা-দূর্গা গজে চড়ে আসলে ভালো ফলন হয়, এমন মনে করা।

২০. বিবাহের জোড়া বা প্রাথমিক সম্পর্কে পরিহিত আংটি স্বামী ও স্ত্রীর ভালোবাসা বাড়ায়, এমন মনে করা।

২১. বিবাহের সময় স্ত্রীর নাকে পরানো নাক ফুল খুলে ফেললে স্বামী মারা যায়, এমন মনে করা।

২২. সন্ধ্যার পর কাউকে কিছু দিলে বা ঘর ঝাড়ু দিয়ে ময়লা বাইরে ফেললে লক্ষ্মী চলে যায় বলে মনে করা।

২৩. অমাবস্যার রাতের মিলনে বাচ্চা হলে সেটি কানা, খোঁড়া ও প্রতিবন্ধী হবে বলে মনে করা।

২৪. মাজারের নিকট কার-বাস না থামালে কিংবা সেখানে চাঁদা না দিলে দুর্ঘটনা ঘটবে বলে মনে করা।

২৫. অমুক পীরের কারণেই আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং জমিন থেকে উদ্ভিদ বেরিয়েছে এমন বলা।

২৬. অমুক পীরের কারণেই আজ আমার এতো ধন-সম্পদ, এমন কথা বলা।

২৭. অমুক পীরের কারণেই আজ আমার এতো মর্যাদা ও সুখ্যাতি, এমন কথা বলা।

২৮. কাউকে কোন সংবাদ দিলে এমন বলা যে, আমি আগে থেকেই এটি জানতাম। যেমন: আমি আগে থেকেই জানতাম তার ছেলে হবে।

২৯. ইয়া আল্লাহ! ইয়া রাসূল! অথবা ইয়া আল্লাহ! ইয়া মুহাম্মাদ! ইত্যাদি বলা।

৩০. ইয়া আলী! ইয়া গাউসুল আযম! ইয়া জিলানী! ইত্যাদি বলা।

৩১. খাজারে তোর দরবারে, কেউ ফিরে না খালি হাতে, এমন কথা বলা।

৩২. আব্দুল কাদের জিলানী মদদ বা আগিসনী বলা।

৩৩. কোন পীরকে গরিবে নেওয়াজ, মুশকিল কুশা বা গাঞ্জে বাখশ বলা।

৩৪. উপরে আল্লাহ এবং নিচে তুমি এমন কথা বলা।

৩৫. তোমার উপর ভরসা করেই কাজে নামলাম, এমন কথা কাউকে বলা।

৩৬. আনাল-হক বা আমিই আল্লাহ কিংবা জানি না, কে আল্লাহ কে বান্দাহ! এমন কথা বলা।

৩৭. বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা উরসে কিংবা জুমার দিনে বিতরণকৃত হালুয়া, মিষ্টি, বিস্কুট বা খানাপিনা ইত্যাদিকে তাবারক বলা।

৩৮. আল্লাহ যে নাম নিজের জন্য চয়ন করেননি সে নামে তাঁকে ডাকা। যেমন: হে খোদা!

৩৯. তাকদীরকে মন্দ বলা; বরং মন্দ হলো তাকদীরের পরিণতি; মূল তাকদীর নয়।

৪০. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে তাঁর সৃষ্টির নাম ও গুণাবলীর মতো মনে করা।

৪১. আল্লাহর দ্বীনকে গালি দেয়া।

৪২. রাসূলের পক্ষে অসাধ্য বিষয়ে তাঁর সাহায্য চাওয়া।

৪৩. বিপদে পড়ে আল্লাহর উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

৪৪. আল্লাহকে নিরাকার বলে বিশ্বাস করা। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর মুখমণ্ডল, হাত, পা, আঙ্গুল ও চোখের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেগুলো কোন ধরনের আকৃতি ও তুলনা বিহীনভাবে তাঁর জন্য স্বীয় আকৃতিতেই প্রমাণিত।

৪৫. আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা ও তাঁর হুকুম বা ফায়সালার সমালোচনা করা।

৪৬. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষ নবী মনে না করা।

৪৭. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অপব্যখ্যা করা। যেমন: তাঁর হাতকে তাঁর কুদরত দিয়ে ব্যাখ্যা করা।

৪৮. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দুনিয়ার জীবনের ন্যায় জীবিত মনে করা। অথচ পবিত্র কুরআনে তাঁকে মরণশীল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে; বরং তিনি বারযাখী জীবনে জীবিত। যা দুনিয়া ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী জীবন; দুনিয়ার জীবন নয়।

৪৯. কুরআন ও হাদীস তথা দ্বীনি শিক্ষাকে অবহেলা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

৫০. তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর সঠিক ও যথাযথভাবে বিশ্বাস না করা।

৫১. নবী ও ওলীর সম্মানে বাড়াবাড়ি করা ও তাদেরকে উসীলা হিসেবে গ্রহণ করা।

৫২. মৃত ব্যক্তির জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা।

৫৩. মৃত ওলী ও বুযুর্গদেরকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাধর বলে মনে করা।

৫৪. কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত নীতি গ্রহণ না করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সেগুলো হক মনে করা।

৫৫. কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করা। অথচ আল্লাহ মানুষের উপর কেবল তাঁর ওহীর অনুসরণকেই বাধ্যতামূলক করেছেন। তাই ওহীর ভিত্তিতেই কেবল কারো অনুসরণ হতে পারে।

৫৬. হকের বিপরীতে অধিকাংশ মানুষ, পূর্বপুরুষ ও বড় বড় লোকের দোহাই দেয়া।

৫৭. হক প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি পূজায় গোঁড়ামি করা।

৫৮. গোঁড়ামিবশত: হকপন্থীদেরকে নানাভাবে কটাক্ষ করা, অপবাদ দেয়া ও তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

৫৯. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ বা কিছুর সামনে সাজদাহ বা মাথাবনত করা। যেমন: কদমবুচি ইত্যাদি।

৬০. ইসলামের মৌলিক জ্ঞানার্জন না করে এককভাবে শুধু সাধারণ জ্ঞানার্জন করা।

৬১. হকপন্থী আলিম-উলামা ও ইমামদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

৬২. আল্লাহর সিফাতসমূহে শির্ক করা। যেমন: আল্লাহর ন্যায় অন্য কাউকে পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, রিযিকদাতা ও বিধানদাতা মনে করা।

৬৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হিদায়েত, শাফাআত ও মুক্তি কামনা করা।

৬৪. পীর-ফকীর ও কবিরাজের শয়তানি তেলেসমাতি ও কারসাজিকে ওলীর কারামত বলে মনে করা।

৬৫. আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করা।

৬৬. মুসলিমদের সাথে বৈরিতা ও কাফিরদের সাথে আন্তরিকতা রাখা।

৬৭. ইসলামের নামে না জেনে কথা বলা ও তর্ক করা এবং বিনা দলীলে নিজের মন মতো হালাল-হারামের ফতোয়া দেয়া।

৬৮. জেনে-বুঝে ব্যক্তি ও দুনিয়ার স্বার্থে হককে গোপন করা।

৬৯. আল্লাহ, রাসূল ও শরীয়তের কোন ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

৭০. যাদুকর, জ্যোতিষী ও গণকের কথা বিশ্বাস করা।

৭১. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী ও প্রয়োজন পূরণকারী মনে করা।

৭২. কবর পাকা করা ও তাতে তাওয়াফ করা এবং কবর কেন্দ্রিক মসজিদ বানানো ও সেখানে নামায আদায় করা।

৭৩. কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে পীর ধরা ও তার অনুসরণ করা।

৭৪. নবী, ওলী ও পীর-বুযুর্গদের জন্য যে কোন ইবাদাত করা।

৭৫. কোন জিন, ওলী ও পীর-ফকিরের নিকট ফরিয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনা করা, তার উপর ভরসা ও তার উদ্দেশ্যে মানত ও জবাই করা।

৭৬. কোন নবী-রাসূল ও পীর-বুযুর্গের মর্যাদার ওসীলা ধরা।

৭৭. কোন মৃত ওলী-বুযুর্গ কারো লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমন মনে করা।

৭৮. কোন ওলী-বুযুর্গের কবরে ই'তিকাফ বসা।

৭৯. কবরের আযাব ও তার নিয়ামতকে অস্বীকার করা।

৮০. জান্নাত ও জাহান্নাম একদা নিঃশেষ হয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করা।

৮১. কোন মুসলিম অন্য মুসলিমকে নির্দিষ্টভাবে কাফির বলা।

৮২. কোন মৃত সম্পর্কে বলা: সে তার শেষ গন্তব্যে পৌঁছে গেলো।

৮৩. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এমন বলা; বরং আসল অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই।

৮৪. কুরআন ও হাদীসের অনুসারীদেরকে জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত করা।

৮৫. কথায় ও কাজে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখা ও তাদেরকে ভালোবাসা।

ইসলাম বিধ্বংসী দশটি বিষয়ঃ

প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা! দশটি এমন মারাত্মক কাজ ও বিশ্বাস রয়েছে যার কোন একটি কারো মধ্যে পাওয়া গেলে (ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভয়ে, ঠাট্টাবশত যেভাবেই হোক না কেন) সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এবং সে নির্ঘাত কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। সে বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। মৃত ব্যক্তির নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা, তাদের নিকট কোন ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করা, তাদের জন্য কোন পশু জবাই করা অথবা তাদের জন্য কোন কিছু মানত করা ইত্যাদি শির্কেরই অন্তর্ভুক্ত।

২. বান্দাহ ও আল্লাহর মাঝে এমন কাউকে স্থির করা যাকে বিপদের সময় ডাকা হয়, তার সুপারিশ কামনা করা হয়, তার উপর কোন ব্যাপারে ভরসা করা হয়। এমন ব্যক্তি সকল আলিমের ঐক্যমতে কাফির।

৩. কোন কাফির ব্যক্তিকে কাফির মনে না করা অথবা সে ব্যক্তি যে সত্যিই কাফির এ ব্যাপারে সন্দেহ করা কিংবা তাদের ধর্ম-বিশ্বাস তথা জীবন ব্যবস্থাকে

সঠিক মনে করা।

৪. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনিত জীবনাদর্শ ব্যতীত অন্য কোন জীবনাদর্শকে উত্তম মনে করা অথবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনিত বিচারব্যবস্থার চেয়ে অন্য বিচারব্যবস্থাকে উন্নত কিংবা সমপর্যায়ের মনে করা। তেমনিভাবে মানবরচিত বিধি-বিধানকে ইসলামী বিধি-বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করা অথবা এমন মনে করা যে, ইসলামী বিধি-বিধান এ আধুনিক যুগে বাস্তবায়নের উপযুক্ত নয় অথবা ইসলামী সনাতন বিধি-বিধানকে আঁকড়ে ধরার কারণেই আজ মুসলমানদের এই অধঃপতন অথবা ইসলাম হচ্ছে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের জন্য; রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য, দণ্ডবিধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানবরচিত বিধি-বিধানও প্রযোজ্য যেমনিভাবে ইসলামী বিধি-বিধান এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে আলেমদের কোন মতভেদ নেই।

৫. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনিত শরয়ী বিধানের কোন একটির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। যদিও সে তদানুযায়ী আমল করুক না কেন।

৬. ইসলামের কোন বিষয়কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা অথবা উহার কোন পুণ্য কিংবা শাস্তিবিধিকে উদ্দেশ্য করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

৭. যাদু শেখা কিংবা শেখানো অথবা তাতে বিশ্বাস করা। তেমনিভাবে যে কোন পন্থায় কারোর মাঝে আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, কারো ব্যাপারে তা সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হলে তাকে হত্যা করা। এ ব্যাপারে সাহাবাদের ঐকমত্য রয়েছে।

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজ খিলাফতকালে এ আদেশ জারি করে চিঠি পাঠান যে, তোমরা সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করো। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর আমরা চারজন মহিলা যাদুকরকে হত্যা করলাম।

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকালে উক্ত আদেশের ব্যাপারে কেউ কোন বিরোধিতা দেখায়নি বিধায় উক্ত ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে বলে প্রমাণ করে।

৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের সহযোগিতা করা।

৯. অধিক আমলের দরুন কিংবা অন্য যে কোন কারণে কোন ব্যক্তি শরয়ী বিধি-বিধান মানা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে, এমন ধারণায় বিশ্বাসী হওয়া।

১০. ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া (দ্বীনি কোন কথা শুনেও না তেমনিভাবে আমলও করে না) অর্থাৎ দ্বীনের কোন ধার ধারে না।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমাপ্ত